তারিখ 25 MAY 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

যুগান্তর

পাবলিক পরীক্ষায় বাড়ছে অবহেলা অনিয়ম

সাড়ে ১০ শতাংশ এসএসসি পরীক্ষার্থীর ফল চ্যালেঞ্জ

মুসতাক আহমদ

এসএসসি-এইচএসসির মতো বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় বাড়ছে নানা অনিয়ম ও অবহেলা। প্রতি বছর ভুল মূল্যায়নের শিকার হচ্ছে অসংখ্য শিক্ষার্থী। প্রাথমিক ফলে অনেককেই ফেল বা কম জিপিএধারী ঘোষণার ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে ফল পুনর্মূল্যায়নে দেখা যায় পাস করছে অথবা জিপিএ বাড়ছে। ভালো পরীক্ষা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল না করায় আত্মহত্যা, মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়াসহ নানা দুর্ঘটনায় ঘটছে। আবার পরীক্ষা-না দিয়েও পাসের ঘটনা আছে। এছাড়া খোদ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষার হলে নানা অনিয়ম হওয়ার অভিযোগও আছে। সব মিলিয়ে পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের নানা সংশয় দিন দিন বাড়ছে।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষার ফল পুনর্মূল্যায়নের আবেদনের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। এসএসসির ফল চ্যালেঞ্জ করে এবার পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করেছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫৮ জন শিক্ষার্থী। অথচ গতবছর মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ২৯ হাজার ৩০১ জন এবং ২০১৪ সালে মাত্র ৪৩ হাজার শিক্ষার্থী ফল চ্যালেঞ্জ করেছিল।

এ বছর এখন পর্যন্ত বরিশাল ও চট্টগ্রাম বোর্ডের ফল দু'বার করে প্রকাশ করা হয়েছে। গত ১১ মে প্রকাশিত এসএসসি ফলপ্রকাশের পর দেখা যায় বরিশাল বোর্ডের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী হিন্দু ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে ফেল করেছে। এ কারণে তারা সার্বিকভাবে অনুত্তীর্ণ হয়েছে। এ ফল প্রকাশের এক ঘণ্টার মধ্যে বরিশাল শহরের উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হৃদয় ঘোষ নামে এক ছাত্র বহুতল ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এরপর টনক নড়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের। তারা পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন ফল ঘোষণা দেয়। এতে বদলে যায় ওই বিষয়ে ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিভিন্ন দাবিতে ম্যাটস শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ — যুগান্তর

পাবলিক পরীক্ষায় বাড়ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মোট এক হাজার ৯৯৪ শিক্ষার্থীর ফল। এদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ফেল থেকে পাস করেছে এক হাজার ১৪১ জন। ফেল থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৯ জন। এর মাধ্যমে মোট জিপিএ-৫ বেড়েছে ১৫টি। বোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অরুণ কুমার গাইন সেদিন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্রধান দুই পরীক্ষকের ভুলের কারণে হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে 'খ' ও 'গ' সেটের নৈর্বক্তিক উত্তরপত্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন।

চট্টগ্রাম বোর্ডেও এবার ফল নিয়ে জটিলতা হয়। বিশেষ করে গণিতের ফল নিয়ে শিক্ষার্থীরা সন্তুষ্ট না হয়ে বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভের মুখে ১৯ মে নতুন করে ফল প্রকাশ করে এ বোর্ড। এতে গণিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে আরও ১ হাজার ১১৫ শিক্ষার্থী। এছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে আরও ৮৩৬ জন। এ বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাহবুব হাসান জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশনা ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তারা গণিত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট উত্তপত্র পুনঃনিরীক্ষণ করা হয়। পুনঃনিরীক্ষণে দেখা গেছে উত্তরপত্র মূল্যায়নে বোর্ডে টেকনিক্যাল ভুল ছিল।

হৃদয় ঘোষের বাবা শেখর ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের ভুলে আমার ছেলের মূল্যবান জীবন গেল। আমার ছেলের দুর্ঘটনার পর তারা তাড়াহুড়া করে নতুন ফল দেয়, যাতে আরও কিছু ছাত্র পাস করেছে। আমার ছেলেও জিপিএ-৪.৬৭ পেয়েছে। আমি এখন এ ফল দিয়ে কী করব। আমার বক্তব্য হচ্ছে, তাদের ভুলের কারণে এমন প্রাণহানি আরও ঘটতে পারত। তারা এখন কম্পিউটারের ভুল বলে পার পেতে যাচ্ছে। কিন্তু যখন অন্য বোর্ডের তুলনায় ফল খারাপ দেখেছে, তখনই তো কর্মকর্তাদের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা উচিত ছিল। তারা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। অথচ এখনও তারা দায়িত্বে আছে। আমি দোষীদের বিচার দাবি করছি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, 'বরিশাল বোর্ডে একটি প্রাণের বিনিময়ে ২ হাজার ছাত্রছাত্রীর ফল নতুন করে হয়েছে। হৃদয় ঘোষের এই যে ক্ষতি তা অপূরণীয়। কোনোকিছুর বিনিময়ে এটা পূরণীয় নয়। এ ভুলের দায় বোর্ডের ওপর বর্তায়।' তিনি বলেন, 'সাধারণত কোনো বিষয়ের ফল নিয়ে যখন সন্দেহজনক কিছু দেখা যায়, তখন আমরা ফল চূড়ান্ত করার আগে তা পুনরায় চেক করতাম। বরিশাল বা চট্টগ্রাম বোর্ডে এবার যা হয়েছে তাকে আমি সংশ্লিষ্টদের সচেতনতার ঘাটতি বলব। তারা আরও সচেতন হলে এমন ঘটনা ঘটত না। একটা প্রাণহানিও হতো না।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুধু বোর্ডের এ ধরনের ভুলই নয়, পরীক্ষা নিয়ে কেন্দ্র থেকেই নানা ধরনের অবহেলা ও অনিয়ম ঘটছে। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে পটুয়াখালীর বাউফল কেন্দ্রের একটি খাতায় দুই ধরনের হাতের লেখা পাওয়া যায়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক বোর্ড কর্তৃপক্ষকে জানায়। তখন ওই কেন্দ্রের সচিবকে তলব করে। তার কাছে সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে কেন্দ্র সচিব এবং ভেন্যু কেন্দ্রে সহকারী সচিবকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ আলমগীর ১২ মে যুগান্তরকে বলেন, 'বাউফলের এ ধরনের কোনো ঘটনা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আমি অফিসে নেই। অফিসে থাকলে ফাইল দেখে বলতে পারব। তবে বরগুনায় এ ধরনের আরেকটি ঘটনা আছে। ওই ঘটনায় আমরা কেন্দ্র বাতিল করেও সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারিনি।' এসময় তিনি আরও দু'একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের তথ্য জানান।

ফল চ্যালেঞ্জের ঘটনা বাড়ছে : সংশ্লিষ্টরা জানান, পরীক্ষা ও ফল নিয়ে এমন গাফিলতি থাকার কারণে গত কয়েকবছর ধরে ফল চ্যালেঞ্জের ঘটনা বাড়ছে। রেকর্ডে দেখা গেছে, ২০১৪ সালে মাত্র ৪৩ হাজার শিক্ষার্থী এসএসসির ফল চ্যালেঞ্জ করেছিল। গতবছর তা একলাফে তিন গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ২৯ হাজার ৩০১ জন। আর এ বছর ফল চ্যালেঞ্জ করেছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫৮ জন শিক্ষার্থী। তারা সর্বমোট ৩ লাখ ৫৫ হাজার ১২৬টি পেপারের ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করেছে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে এবার মোট ফল চ্যালেঞ্জ করেছে সাড়ে ১০ শতাংশ। গতবছর মোট চ্যালেঞ্জকারী ছিল মাত্র পৌনে ৯ শতাংশ। সেই হিসাবে গতবছরের চেয়ে এবার ফল চ্যালেঞ্জকারী বেড়েছে পৌনে ২ শতাংশ। এ বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, 'আসলে এ আবেদন থেকে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে ফল নিয়ে সংশয় বেড়েছে। একসময় ফল চ্যালেঞ্জের জন্য বোর্ডে এসে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আবেদন করতে হতো। এটা ঝামেলাপূর্ণ ছিল। এখন বাসায় বসে মোবাইলে এসএমএস করেই আবেদন সম্পন্ন করা যায়। আসলে 'দেখি ফল আরও ভালো হয় কিনা'- এমন মানসিকতা থেকেও কেউ কেউ আবেদন করে থাকে। তবে এটা ঠিক, ভুলের ঘটনা আছে। এর বিচার হওয়া প্রয়োজন।